ভোরের কাগজ

তারিখ 25 DE 1998
পৃষ্ঠা 2 কলাম 4

প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের ৪৬৬ কর্মকর্তা-কর্মচারী ১৭ মাস বেতন পান না

গৌরাঙ্গ নন্দী, খুলনা থেকে : দেশের চারটি বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয়ের মোট ৪৬৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী গত ১৭ মাস বেতন পাচ্ছেন না। অপ্রত্যাশিত খাত থেকে বরাদ্দ অর্থে শুধুমাত্র ১২ মাসের মূল বেতন গত জুনে পরিশোধ করা হয়েছে, তাও পুরোনো বেতন স্কেলে। কবে বেতন নিয়মিত পাওয়া যাবে, তার কোনো ঠিক নেই। তবে ঈদের আগে একটি থোক বরাদ্দ দেওয়ার চেষ্টা চলছে, যা থেকে বকেয়া সামান্য কিছু পরিশোধ করা যায়।

সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রে বলা হয়, প্রাথমিক শিক্ষার এই বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ 'উন্নয়ন খাত'-এ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই উন্নয়ন কার্যক্রমটির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর এই কার্যালয়সমূহ এবং কর্মকর্তা-কর্মচারী 'রাজস্ব খাত'-এ যাওয়ার কথা। প্রকল্প মেয়াদ শেষ হয়েছে ১৯৯৭-এর জুন মাসে। বেতনের জটিলতা দেখা দিয়েছে। পরবর্তী মাস থেকে।

খুলনা, রাজশাহী, ঢাকা এবং চট্টগ্রামে অবস্থিত চারটি বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয়ের মোট ৪৬৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়মিত বেতন না পেয়ে দুঃসহ জীবনযাপন করছেন। এর মধ্যে ২৭ জন আছেন যারা ডেপুটেশনে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এসেছেন। ডেপুটেশনে দায়িত্বপালনকারী এমন একজন কর্মকর্তা বলেন, 'এ যেন অতিথিকে বাড়িতে ডেকে এনে খাবার না দিয়ে বসিয়ে রাখা, গৃহস্থ কিন্তু ঠিকই খাচ্ছেন।'

বেতন নিয়মিত হওয়ার জন্য প্রয়োজন এই কার্যালয় এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকরি রাজস্ব খাতে অন্তর্ভুক্তি। অর্থ, সংস্থাপন এবং শিক্ষা- এই তিন মন্ত্রণালয়ের যৌথ সিদ্ধান্তের কাজ এটি। কিন্তু এ সংক্রান্ত ফাইলটি কোনো এক অজ্ঞাত কারণে আটকা পড়ে আছে।

দীর্ঘদিন বেতন না পাওয়ার বিষয়টি নিয়ে অনেক কথাবার্তা হওয়ার পর অপ্রত্যাশিত খাত থেকে গত জুন '৯৮-এ একটি থোক বরাদ্দ দেওয়া হয়। বরাদ্দের অর্থ থেকে এই কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পুরোনো বেতন স্কেলের ভিত্তিতে শুধুমাত্র মূল বেতন পরিশোধ করা হয়েছে।

শুধুমাত্র বেতনই নয়, এই চারটি কার্যালয় পরিচালনার জন্যও কোনো অর্থ পাওয়া যাচ্ছে না। অফিসের নিয়মিত কাজ চলার জন্য কাগজ-কলম কেনারও টাকা নেই। টেলিফোন বিল রয়েছে বকেয়া। গাড়ি আছে, তেল কেনার পয়সা নেই।

কয়েকটি জেলা অফিসেরও একই দশা। গাড়ি আছে, তেল কেনার টাকা নেই, ড্রাইভারের বেতন নেই। ইতিমধ্যে কয়েকজন ড্রাইভার চাকরিও ছেড়েছেন। এসব জেলা অফিস পরিচালনার জন্যও টাকার কোনো নিয়মিত বরাদ্দ নেই। মাঝে মাঝে কিছু থোক বরাদ্দ পাওয়া যায়।